চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:১৮.০১.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষার বিকল্প নেই, নৈতিকতার ভিত্তিতেই হতে হবে আদর্শ মানুষ: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। পড়াশোনার কোনো বিকল্প নেই। তবে সেই শিক্ষা তখনই প্রকৃত অর্থে সার্থক হবে, যখন তা আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করবে। রোববার সরাইপাড়া সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তিনি। মেয়র বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিষ্পেষণ, নির্যাতন ও কুসংস্কারের অন্ধকার যুগে মানবতার আলোকবর্তিকা হয়ে এসেছিলেন। তিনি জ্ঞান ও নৈতিকতার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের শিক্ষা দিয়েছেন। আল-কোরআনের প্রথম নির্দেশই ছিল—'পড়'। তাই

শিক্ষার্থীদের শুধু বিদ্যাগত জ্ঞান অর্জন নয়, আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য নৈতিক শিক্ষা অর্জনও জরুরি। তিনি বলেন, আমরা চাই সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষার্থীরা শুধু ভালো ফলাফল করুক তা নয়, তারা যাতে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবেও গড়ে ওঠে। তোমরা দেশের ভবিষ্যৎ। তোমাদের নৈতিক শিক্ষা, মানবিকতা আর দেশপ্রেমই আগামী দিনের চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশকে এগিয়ে নেবে। তিনি আরও জানান, শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে চসিক স্কুলগুলোতে হেলথ প্রোগ্রাম ও পরিবেশ সচেতনতা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি স্কুলে 'পরিবেশ ক্লাব' গড়ে তোলা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের নিয়ে রাস্তাঘাট পরিষ্কার, নালা-নর্দমা পরিস্কারসহ নানামুখী জনসচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। কিশোরগ্যাং, মাদকাসক্তি ও ইভটিজিংয়ের মতো সামাজিক ব্যাধি থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখতে স্কুল কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক ও স্থানীয় সমাজসেবকদের সমন্বয়ে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

মেয়র আরও বলেন, শুধুমাত্র পাঠ্যবইয়ের শিক্ষা নয়, নৈতিক শিক্ষার দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। যদি একজন ডাক্তার উচ্চ শিক্ষিত হয়েও দরিদ্রদের চিকিৎসা না করতে পারে, তবে সে শিক্ষার কোনো মূল্য নেই। একইভাবে, যদি একজন শিক্ষক মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়ানোর সুযোগ না পান, তাহলে তার অর্জিত শিক্ষা সমাজের জন্য তেমন কোনো উপকার বয়ে আনবে না। শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সুস্থ দেহ ও মন গঠনে ক্রীড়া অপরিহার্য। ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের একাগ্রতা, শৃঙ্খলা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে। পুরস্কারপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে মেয়র বলেন, আজ যারা জিততে পারোনি, তোমরা নিরাশ না হয়ে আরও মনোযোগী হয়ে আগামী দিনে ভালো করবে। খেলার মাঠ মানুষের মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ৪১টি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ গড়ার উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে বেশ কিছু মাঠ উদ্বোধন করেছি, বাকীগুলোও উদ্বোধনের জন্য কাজ চলছে। বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে যা নগরের ক্রীড়া উন্নয়নে নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছে। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমা বিনতে আমিন, সরাইপাড়া ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর শামসুল আলম, মহানগর যুবদলের সাবেক সভাপতি মোশাররফ হোসেন দিপ্তী, সরাইপাড়া সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল আবছার, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য নূর আহম্মদ গুড্ডু, আবু মুসা খান, ডা. আব্বাস উদ্দিন, দিদারুর রহমান সুমন, মনজুরুল কাদের, মৃণাল কান্তি নাথ, রফিক আহমদ প্রমুখ।

চট্টগ্রামে তারেক রহমানের মহাসমাবেশ উপলক্ষে পলোগ্রাউন্ড মাঠ পরিদর্শনকালে ডা. শাহাদাত হোসেন
তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশ

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করলে আওয়ামী দু:শাসনে বিপর্যস্ত দেশের অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে বাংলাদেশ নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন। আগামী ২৫ জানুয়ারি তারেক রহমানের চট্টগ্রাম মহাসমাবেশ সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে সোমবার দুপুরে নগরীর ঐতিহাসিক পলোগ্রাউন্ড মাঠ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। পরিদর্শনকালে মহাসমাবেশের ভেন্যু প্রধান মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন মাঠের সার্বিক অবস্থা, মঞ্চ স্থাপন, প্রবেশ ও বহির্গমন পথ, পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা, নিরাপত্তা প্রস্তুতি এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত বিষয়সমূহ খতিয়ে দেখেন। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আয়োজকদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, যাতে মহাসমাবেশে আগত বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নির্বিঘ্ন, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ হয়। এ সময় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, দেশ আজ গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত। ভোটাধিকার হরণ, গণতন্ত্র ধ্বংস এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণের মাধ্যমে আওয়ামী সরকার দেশকে এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই সংকট

থেকে উত্তরণে তারেক রহমানের নেতৃত্বই আজ দেশের মানুষের একমাত্র ভরসা। তাঁর রাষ্ট্র সংস্কারের দর্শন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ আবারও মাথা তুলে দাঁড়াবে।

তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক পলোগ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিতব্য এই মহাসমাবেশ শুধু একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এটি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে জনগণের শক্তিশালী অভিপ্রায়ের বহি:প্রকাশ। এই সমাবেশের মাধ্যমে গনতন্ত্রের পক্ষে জনতার ঐক্য আরও সুদৃঢ় হবে। মেয়র বলেন, এই মহাসমাবেশকে ঘিরে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা জনদুর্ভোগ যেন সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা ও নাগরিক ভোগান্তি এড়ানো আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। তিনি মহাসমাবেশটি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে দলীয় নেতাকর্মীসহ চট্টগ্রাম নগরবাসীর সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক আহমেদুল আলম চৌধুরী রাসেল, সদস্য মো. কামরুল ইসলাম, ওলামাদলের মাওলানা আবদুল হান্নান জিলানী, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক জিয়াউর রহমান জিয়া, যুগ্ম আহবায়ক মহসিন কবির আপেল প্রমুখ।

জলাবদ্ধতা নিরসনে খালে ময়লা ফেলা চলবে না: মেয়র ডা. শাহাদাত

বন্দরনগরী চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসনে খাল ও নালা রক্ষায় নগরবাসীকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, খালে ও যত্রতত্র ময়লা ফেলা বন্ধ না হলে কোনো উন্নয়ন প্রকল্পই কাঙ্ক্ষিত সুফল দেবে না। জলাবদ্ধতা নিরসনে নাগরিক সচেতনতা ও সম্মিলিত দায়িত্ববোধ অত্যন্ত জরুরি। রোববার নগরীর রসুলবাগ আবাসিক এলাকার সংলগ্ন খালপাড় পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র। এ সময় তিনি খালপাড় এলাকার সার্বিক অবস্থা, ময়লা ফেলার প্রবণতা, সড়ক ও আশপাশের পরিবেশ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।
মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “একসময় এই খালপাড় এলাকায় সড়কের ওপর উন্মুক্তভাবে ময়লা ফেলা হতো, যা শুধু এলাকার সৌন্দর্য নষ্ট করছিল না, বরং জলাবদ্ধতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াচ্ছিল। ময়লার কারণে বেওয়ারিশ কুকুরের উপদ্রব বেড়ে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়ছিল।” তিনি আরও বলেন, “অবৈধভাবে রাস্তায় ময়লা ফেলা বন্ধ করতে আমরা নিয়মিতভাবে ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। যেখানে অবৈধভাবে ময়লা ফেলা হচ্ছিল, সেই স্থানটি সংস্কার করে পুনরায় সড়ক চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।” নগরকে পরিচ্ছন্ন, বাসযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব রাখতে খালপাড়ে কিংবা যত্রতত্র ময়লা না ফেলার জন্য নগরবাসীর প্রতি জোর আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, “খাল হচ্ছে নগরীর পানি নিষ্কাশনের প্রধান মাধ্যম। খাল দখল বা খালে ময়লা ফেলার কারণে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় এবং সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। তাই নগরবাসীকে অবশ্যই নির্ধারিত স্থানে ময়লা ফেলতে হবে।” তিনি জানান, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নগরীর খাল, নালা ও ড্রেন পরিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করেছে এবং যারা পরিবেশ নষ্ট করছে, তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। পরিচ্ছন্ন নগর গড়তে নাগরিকদের সহযোগিতাই সবচেয়ে বড় শক্তি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮